দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUN. 27 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

207

প্রাথমিক শিক্ষকদের হয়রানি করা হচ্ছে

থানা শিক্ষা অফিস এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নানা ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন টাইম-স্কেল, দক্ষতা সীমা অতিক্রম, বেতন-বৈষম্য দূরীকরণ, জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ, শ্রান্তি বিনোদন, ভাতা ইত্যাদি কাজে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা বিভিন্ন স্তরে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে এ সব অফিসে কোন কাজই করানো যায় না। বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও কোন কাজ হয় না। দূর-দূরান্ত থেকে আগত শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের কাছ থেকে তারা প্রকাশ্যে ঘুষ নিচ্ছে। যে কোন কাজে বিগত পাঁচ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন চাওয়া হয়। গোপনীয় প্রতিবেদন যদি প্রয়োজন হয় তা সরবরাহের দায়িত্ব শিক্ষকের নয়। প্রধান শিক্ষক, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার বা থানা শিক্ষা অফিসার তার অধীনস্থ শিক্ষকদের গোপনীয় প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যথাসময়ে পাঠানো উচিত। প্রাথমিক শিক্ষকদের গোপনীয় প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শিক্ষককেই নিজ হাতে থানা শিক্ষা অফিসে বা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে নিতে হয়। জানি না, এটা গোপনীয় প্রতিবেদন হলো কিভাবে?

সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে উল্লেখিত অনিয়মসমূহ দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ হাবিবুর রহমান
৫৫, বগুড়া রোড, বরিশাল।